৺কালি দাশগুপ্ত

আমার বাবার মতো আপনি হাতওয়ালা গেঞ্জি পরতেন।
আজকাল, আপনাকে মনে পড়ে খুব
কিন্তু কী নামে আপনাকে সম্বোধন করতাম, তা
আর মনে পড়ে না, যেমন মনে পড়ে না আপনার মৃত্যুদিবস,
লোকে বলে আপনি প্রয়াত, দীর্ঘদিন। হবেও বা
সুতীব্র ভর্ৎসনাগুচ্ছ আপনার, পবিত্র ওই ক্রোধ,
বুক-ফাটা হতাশা

আমার উপর যখন বর্ষিত হত
তখন আমি শুনেছি সব, দেখতে পাইনি কিছু,
এখনও শুনতে পাই, এবং আশ্চর্যের কথা,
কিছু কিছু দেখতেও পাই।
দেখতে পাই ওগো পাতা কুড়ানি, গান কুড়ানি, ভাষা কুড়ানি
সুখ কুড়ানি, দুখ কুড়ানি, কাদা-পায়ের পাগল।

দুগ্গা পুজোর সকালে ছেলের দল লরিতে প্রতিমা চাপিয়ে
আকাশবাতাস মুখরিত করে জয়ঢাক
বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে,
আপনি দোতলার জানালায় এসে দাঁড়ালেন, পিছনে আমি,
ম্লান হাসলেন, আঙুল দিয়ে আমায় সেই
ছেলেটিকে দেখালেন
যে দেবীর সমস্ত নিষ্ফল অস্ত্রশস্ত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে,
ক্রমে ঢাকের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল, আমরাও জানালা
থেকে সরে এলাম।
ওগো পাতা কুড়ানি, গান কুড়ানি, ভাষা কুড়ানি পাগল,
আজকাল, পাতলা টিনের পত পতে খড়্গ দিয়ে
কবিতা লেখার কথা ভাবি।

সুকুমারীকে না-বলা কথা

জলধির 'পরে ভেসে চলে ওরা সাতজন, আমি দেখি।
কেন, কবে, কোথায় তাদের দেখেছিলাম, প্রশ্ন কোরো না,
বলে রাখি এইটুকু, জলধির 'পরে ওরা সাতজন
চেয়ে আছে অপলক, আমাদের কৃষিসভ্যতার পানে।

শূন্য গোয়ালের খুঁটি ধরে আমি যবে দাঁড়িয়েছিলাম,
দেখেছি ওদের বৈভবের চূড়ার উপরে চিল ঘোরে,
সাতটি মুকুট পরা, ওরা সাতজন চক্ষুষ্মান প্রেত,
অশুভ বাতাসের দোলায় দুলছে ফসল, আলোচনা।

মুখ ফেরাও দুখিনী বোনেরা, অকালে, গান গেয়ে ওঠো,
রক্ষা পাক লাউডগাটি; মনে রেখো জলধি, ওরা সাত,
স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্ষিপ্র জলযানে, ওরা সাতজন,
অপলক চেয়ে আছে আমাদের কৃষিসভ্যতার পানে।।

[শারদীয় কবি সম্মেলন]

বিশ্রামতলা

তার কাছে বৃষ্টির মতো ফিরে আসি
আমার দুই কূল তার চোখের কোলের কালি, জলভারে
থেকে নীল হয়, জ্যোৎস্নায় আবার স্ফীত, উতলা হয়ে ওঠে;
নক্ষত্রের নশ্বর দৃষ্টিপাত, নশ্বর আমার পদধূলি
চন্দ্রকিরণতলে যেদিকে চাই, দেখি

আলোর কলস চূর্ণ, শঙ্খধ্বনির ভিতর
এই পথ, মাঠ, কৃষ্ণকায় বৃক্ষগলি জেগে আছে,
সে কোথায়, কোথায় কঙ্কণ, শূন্যতা ছুঁয়ে আছি
এ-শূন্যতায় বুকের আলো বুকে নিভে যায়।

[নির্বাচিত কবিতা ১৯৮৯-৯২]

আহুতি

ঘরে আসি, নিদ্রার বেড়ার ধার
কাঁপে তার পদার্পণে, মাটি হারায়
মাটির পাতার চুলে হাওয়ার আন্দোলন; চুলের অলিন্দ,
সিঁড়ি থেকে রোদ কখন সরে গেছে, বলেনি
এইরকম মাতৃশোক, তারা বিসর্জনে কুড়িয়ে পেয়েছিল?
আগুনে দেয়নি, ফের ভাসিয়েছে— জলের অন্ধকার
রেখে জলে, রাখতে গিয়ে, নিজেরাই ভাবনায়
দুলেছে, কার ঘুম কে ঘুমোয়।

[নির্বাচিত কবিতা, ১৯৮৯-৯২]

মহর্ষি উতঙ্কের ক্রোধ

অর্বাচীনদের অবিরাম তর্কবিতর্কে ঈষৎ ক্লান্ত,
মহর্ষি উতঙ্ক অবশেষে ধৈর্য হারালেন, বললেন,
আজ এই পর্যন্তই থাক। পশ্চাতে উপবিষ্ট দু'জন
আশ্রমকন্যা তাঁকে গৃহান্তরালে নিয়ে যাবার উদ্দেশে
এগিয়ে এলেও, অঙ্গস্পর্শের সাহস তাদের হল না।
ক্রোধ, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় উতঙ্ককে পরিত্যাগ ক'রে
তাঁর করতলের 'পরে বাষ্পাকারে অবস্থান করছে,
আশ্রমকন্যারা জানত সে-কথা, তারা সতর্ক রইল।
রাজার মূর্খতা সর্বজনবিদিত, তিনি এগিয়ে এসে
মহর্ষির দু'বাহু স্পর্শ করবার সময়ে সবিস্ময়ে
লক্ষ করলেন, বৃদ্ধের করতলে রক্তচক্ষু ভাসছে;
ভয়ে, আতঙ্কে, দুই আশ্রমকন্যা আঁচলে মুখ ঢাকল।

পার্বণ

স্বর্গের প্রদেশ থেকে ভেসে এসে
উড়ে গেল অন্য প্রদেশে, শান্তির মাটি ও কাঠ,
চৈতন্যের ঘাসে এই নিদ্রার বছর পার হতে হবে
সোনার অঙ্গ ঘাস, ভস্মের অঙ্গ ঘাস।
মাটির ফাটল কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় পরিধান
করেছে, সে ফাটল, বজ্ররূপী, একদিন করোটি
দ্বিখণ্ডিত করে পাত্র নির্মাণ করল, সেই থেকে অপেক্ষার
আরম্ভ, ভিক্ষার্জিত জল ফিরিয়ে দেবে ঈশ্বরের গোমত্তম